“এসো বাংলাদেশ গড়ি” রোড শো সমাপনী অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

শনিবার, ১৯ জুলাই ২০০৮, ০৪ শ্রাবণ ১৪১৫, বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনাবাহিনী প্রধান,

উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

দেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সমাপ্ত হলো “এসো বাংলাদেশ গড়ি” রোড শো কর্মসূচি। এই শুভক্ষণে আমি এর উদ্যোক্তা, আয়োজক, অংশগ্রহণকারীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আমাদের দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল - আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন - মহান স্বাধীনতা। এর সুফল সবার কাছে পৌঁছে দিতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই দেশকে গড়তে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। আর দেশকে গড়ার প্রত্যয় নিয়ে গনজাগরণ তৈরিতে এই কর্মসূচি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

রোড শো কর্মসূচি সারা দেশে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন, মাদককে “না” বলা, অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান, সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব নির্বাচিত করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র্য আনয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আইসিটি, দেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা বাড়াতে পর্যটন শিল্প, রপ্তানি বাণিজ্য, প্রবাসীদের কল্যাণ ও রেমিটেন্সের সদ্ব্যবহার, প্রভৃতি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জনগণের সমর্থন, সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই। জনগণই রাষ্ট্রের মালিক, সকল ক্ষমতার উৎস। “এসো বাংলাদেশ গড়ি” কর্মসূচি দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জনগণকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার প্রয়াস পেয়েছে।

সুধীমন্ডলী,

দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই আমরা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন এবং সমাজ থেকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিরোধে নিরলস কাজ করে চলেছি। আপনারা জানেন, নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে প্রায় ৮ কোটি ছবি সম্বলিত ভোটার তালিকা প্রণয়নের দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করেছে।

সৎ, যোগ্য, নিবেদিত দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব যাতে স্থানীয় পর্যায়ে ও জাতীয় সংসদে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের হাল ধরতে পারে সে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। “এসো বাংলাদেশ গড়ি” রোড শো এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচারণা

চালিয়েছে। নির্বাচনে কালো টাকা ও পেশীশক্তি ব্যবহার করার সংস্কৃতির ইতি ঘটবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন আইন-কানুন ও নির্বাচনী বিধি-বিধান যুগোপযোগী করে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছি। আমার বিশ্বাস, জনগণ সজাগ ও সচেতন থাকলে দেশে সুশাসন চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। নির্বাচন পরবর্তী একটি সুস্থ, সুন্দর ও গতিশীল গণতান্ত্রিক ধারা এবং মূল্যবোধ স্থায়ী রূপ পাবে।

সুধীমন্ডলী,

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে সীমিত আয়ের মানুষ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভোগান্তির কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এজন্য আয়-রোজগার ও কর্মসংস্থান বাড়াতে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রকল্পসহ সামাজিক বেষ্টনির ব্যাপক প্রসারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি। দ্রুত উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়াতে বিপুল ভর্তুকি দিয়ে বীজ, সার, সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রয়াস নিয়েছি। উচ্চ ফলনশীল, বৈজ্ঞানিক ও নিবিড় চাষাবাদকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এতে করে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যমূল্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এক ইঞ্চি জমিও যাতে অনাবাদী না থাকে সে ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সকলের কাছে আবেদন রাখছি। একই সঙ্গে এক ফসলী জমিকে দোফসলী, দোফসলী জমিকে তিন ফসলী জমিতে পরিণত করার আহ্বান জানাচ্ছি। সমন্বিত পরিকল্পনা ও ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করে বোরো ধান, গম ও আলু উৎপাদনের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছি। এ ক্ষেত্রে দু'দফা বন্যা ও 'সিডর'এর ক্ষয়ক্ষতি জয় করে কৃষক ভাই-বোনদের অসামান্য অবদান জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। এই সাফল্যের পেছনে তারাইতো প্রধান নায়ক।

সুধীবৃন্দ,

অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি কর্মসংস্থান বাড়াতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশেষ করে মোবাইল ফোনের কল সেন্টার এবং পিসিও স্থাপনের গুরুত্ব বাড়ছে। আমার বিশ্বাস, গার্মেন্টসসহ পোল্ট্রি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পায়নের পাশাপাশি টেলিকমিউনিকেশন ও আইসিটি অসংখ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই রোড শো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তরুণ সমাজকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে জেনে আমরাও উৎসাহ বোধ করছি।

সুধীবৃন্দ,

আজকের ছাত্র ও যুবকরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে অন্যতম প্রধান অন্তরায় 'মাদকের অভিশাপ', ক্ষমতাবানদের ছত্রচ্ছায়ায় সন্ত্রাস। এর অনুষঙ্গ হিসেবে যুক্ত হয়েছে ছিনতাই, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী ইত্যাদি গুরুতর অপরাধ। মাদক ও সন্ত্রাসকে যারা আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় তারা সমাজ ও মানবতার শত্রু। এ ব্যাপারে কোন প্রকার অবহেলা সহ্য করা উচিত হবে না। এসব অপরাধ প্রতিরোধে আমি জনগণকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে বলবো। এজন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলবো।

প্রিয় সুধী,

পৃথিবীর বহু দেশের কর্মসংস্থান ও জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস পর্যটন। কক্সবাজার, সুন্দরবনসহ আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতকে 'প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের' অন্যতম হিসেবে নির্বাচন করার জন্য ব্যাপক ক্যাম্পেইন

নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তবে অবকাঠামো ও পর্যটন সুবিধার উন্নয়ন, ইতিবাচক প্রচার ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আমি সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানাবো।

সুধীমন্ডলী,

আমাদের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, সুশাসনের এক বিরাট অংশ গ্রাস করে নিচ্ছে দুর্নীতি। সমাজের সর্বস্তর থেকে দুর্নীতি মূলোৎপাটনে আমাদের দল-মত-পথ নির্বিশেষে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আসুন, আমরা সবাই দুর্নীতিকে ঘৃণা করি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, এই অপকর্ম হতে বিরত থাকি, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশু-কিশোরদের দুর্নীতিকে ঘৃণা করতে শেখাই।

প্রিয় সুধী,

আগামীতে প্রতিটি নির্বাচনে, প্রতিটি ক্ষেত্রে—জ্ঞানী, গুণী, সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক মানুষ যাতে জয়যুক্ত হয়, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে - সে লক্ষ্যে আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে। জনগণের সর্বোচ্চ নাগরিক অধিকার পবিত্র ভোট। এই ভোট প্রদানে আমি আপনাদেরকে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা, বুদ্ধি প্রয়োগ করতে অনুরোধ জানাবো। লক্ষ্য রাখবেন, ভোট প্রদানে আপনাদের মতামতের সঠিক প্রতিফলন যাতে ঘটে। ভালো মানুষ, যোগ্য নেতৃত্ব যাতে দেশ পরিচালনার ভার নিতে পারে। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা বাড়াতে অব্যাহত ও ব্যাপক প্রচারণা চালাতে আমি সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানাবো।

সুধীমন্ডলী,

"এসো বাংলাদেশ গড়ি"—রোড শো কোন প্রচারাভিযান নয়। জাতি গঠনে ধর্ম-বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের - এটি একটি সূচনা মাত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ'ধরণের ঐকমত্যের কর্মসূচি দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে সজাগ ও সোচ্চার হতে, ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়তে নাগরিক সমাজকে আলোর পথ দেখাবে, সাহস জোগাবে।

আমি এই কর্মসূচির আয়োজক সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, কমিশনসহ সরকারি-বেসরকারি স্পন্সর, স্থানীয় প্রশাসন, মিডিয়া, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-ছাত্রী, যুব ও নারী সমাজ এবং সর্বস্তরের জনগণকে - অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রশংসনীয় অবদান রাখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সাথে-সাথে একটি সুজলা-সুফলা ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণে সকল ভেদরেখা মুছে একসাথে কাজ করার যে প্রত্যয় এই রোড শো-তে প্রতিফলিত হয়েছে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমার, আপনার, সবার।

একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ, সৎ ও যোগ্য মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠায় আসুন, আমরা আবার বায়ান্ন ও একাত্তরের মতো সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলি।

এ বছর ডিসেম্বরেই দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর মাধ্যমে একটি কল্যাণকামী, সংস্কারকামী গণতান্ত্রিক সরকার দেশ পরিচালনার পবিত্র দায়িত্ব নিবে—এই দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করে রোড শো'র সমাপ্তি ঘোষণা করছি।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ।

....